তারিখ 3 1 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

পরীক্ষার ফল

শতভাগ পাসের শিক্ষা সম্ভব

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, ইবতেদায়ি, জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে শনিবার। কৃতী ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন। পাসের হার প্রাথমিক পর্যায়ে ৯০ শতাংশের বেশি, অষ্টম শ্রেণিতে ৮০ শতাংশের ওপরে। এটা গভীর সন্তোষের বিষয় যে, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি এবং সমমানের ইবতেদিয়া ও দাখিল পরীক্ষায় প্রায় ৫৬ লাখ ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছে। বাংলাদেশে শিক্ষার যে ব্যাপক প্রসার ঘটছে– এ সংখ্যা তারই সাক্ষ্য বহন করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো সুবিধা নির্মাণ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা প্রদান, প্রায় সাড়ে চার কোটি ছাত্রছাত্রীকে প্রতি বছর বিনামূল্যে বই, বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান এবং এ ধরনের বহুবিধ শিক্ষাসহায়ক কর্মসূচির কারণেই শিক্ষার এমন বিস্তৃতি। এটাও অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশে যে দলই ক্ষমতায় থাকুক, শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে এবং এ জন্য জাতীয় বাজেটে তুলনামূলক বেশি বরাদ্দ রেখেছে। তবে এখন নতুন কিন্তু বড় ধরনের কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমরা। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় বিদ্যালয় থেকে উচ্চতর প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও চাহিদা অনুযায়ী কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারের বিষয়টি। পরীক্ষায় নকল বহুলাংশে বন্ধ করা গেছে, কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস ও গাইড বই-নোট বইয়ের মতো ভয়ঙ্কর সমস্যা আমাদের শিক্ষা খাতের অসামান্য অর্জনকে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করছে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানও বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। 'যতই পড়িবে, ততই শিখিবে' নয়; বরং 'যতই পড়িবে ততই কাঁদিবে'– এটা যেন অনেকের জীবনে নির্মম যন্ত্রণাদায়ক সত্য হয়ে উঠছে। যে চাকরির জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের যোগ্যতা যথেষ্ট, সেখানে আবেদন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে, ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মকাণ্ডে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রমাগত বলা হচ্ছে, তারা গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো পূরণে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ-যোগ্য কর্মীর জোগান পাচ্ছে না। আমরা আশা করব, সরকারের নীতিনির্ধারক ও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা এসব বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করে উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত ও তা বাস্তবায়নে মনোযোগী হবেন। অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে অবশ্যই শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় থাকা চাই। সবশেষে বলতে চাই, পাসের হার যদিও সন্তোষজনক, কিন্তু বিদ্যালয় পর্যায়ে তো পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সবারই উত্তীর্ণ হওয়া চাই। এ ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকলে তার দায় কিন্তু শিক্ষার্থীদের নয়, বরং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষকদের ওপরেই বর্তায়। এ ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রতি অবশ্যই বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।